দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... ২৩/০৩/০৩
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪

এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা

প্রশ্ন ফাঁস ও গুজব এড়াতে ব্যাপক সতর্কতা

স্টাফ রিপোর্টার ঃ চলতি এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস কিংবা এ সংক্রান্ত যে কোন গুজব রটানো প্রতিরোধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বোর্ডগুলো এবার ব্যাপক সতর্কতা অবলম্বন করেছে। সাম্প্রতিককালে প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারণে ২৪তম বিসিএস পরীক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ইনস্টিটিউটের

৭-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

এসএসসি ঃ প্রশ্ন ফাঁস

৮-এর পৃষ্ঠার পর

ভর্তি পরীক্ষা বাতিল হয়ে যাবার প্রেক্ষিতে এবারের এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় এ জাতীয় কোন স্যাবোটাজের আশংকায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বোর্ড কর্তৃপক্ষ কিছুটা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে কঠোর সতর্কতা এবং নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে প্রশ্ন ফাঁসের নামে একশ্রেণীর অপরাধীদের ব্যবসার প্রবণতা এবং কোমলমতি পরীক্ষার্থীসহ অভিভাবকদের প্রতারণা ও বিভ্রান্ত করার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ সেনা ও পুলিশের গোয়েন্দা বাহিনীকেও মাঠে নামিয়েছে।

কেউ হাতে লিখে কিংবা ফটোস্ট্যাট করে প্রশ্নপত্র বা সাজেশনের নামে প্রচার-প্রচারণা ও বিক্রির চেষ্টা করলেই ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কেই সাথে সাথে গ্রেফতার করে দ্রুত বিচার আইনে তাৎক্ষণিক বিচারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ১৯৮০ সালের পরীক্ষা আইনে এ জাতীয় অপরাধের শাস্তি ৪ বছরের জেল ও জরিমানা।

এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক বিশেষ চিঠিতে সকল জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ওসি এবং কেন্দ্র সচিবদের সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে, পরীক্ষার প্রাক্কালে কোন শ্রেণীর দুষ্কৃতকারী যাতে প্রশ্ন ফাঁসের গুজব তুলে ভুয়া প্রশ্নপত্র তৈরী ও বিক্রির মাধ্যমে অবৈধভাবে লাভবান কিংবা পরীক্ষার্থীদের প্রতারণা করতে না পারে সেজন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। চিঠিতে বলা হয়, অনুরূপ অপরাধীদের এবং তাদের সহযোগীদের গ্রেফতার করে তাৎক্ষণিকভাবে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। তাছাড়া পরীক্ষার দিনের পূর্বে কোন অবস্থাতেই প্রশ্নপত্র মিলানোর অজুহাতে প্রশ্নপত্রের ট্রাংক খোলা যাবে না। নির্দিষ্ট কাস্টডি অর্থাৎ ট্রেজারী থানা বা ব্যাংকে প্রশ্নপত্র গ্রহণ করার পর থেকে পরীক্ষা শেষ হওয়া অবধি প্রশ্নপত্রের নিরাপদ হেফাজতের জন্য কঠোর নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

চিঠিতে নির্দেশ দেয়া হয় যে, সংরক্ষিত স্থান থেকে প্রশ্নপত্র গ্রহণের সময় কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কেন্দ্র সচিব এবং যাদের কাস্টডিতে (ট্রেজারী/থানা/ব্যাংক) প্রশ্ন থাকে তার প্রধানকে অবশ্যই ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থেকে প্রশ্নপত্রের দৈনন্দিন ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশিকা (সেট) যাতে সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রশ্নপত্রের ট্রাংক খোলা এবং পুনরায় সীল-গালা করার সময়ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ট্রেজারী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটকে কঠোর সতর্কতা এবং নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চিঠিতে বলা হয়, প্রশ্নপত্রের বিবরণী সংবলিত গোপনীয় খাম কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার হস্তগত হওয়ার পর ছক অনুযায়ী প্রশ্নপত্রের সংখ্যা ঠিক আছে কিনা তা অবশ্যই যাচাই করতে হবে। কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীর সংখ্যার সঙ্গে প্রশ্নপত্রের সংখ্যার বা বিবরণীর কোন তারতম্য কিংবা অসংগতি পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে তা সংশ্লিষ্ট বোর্ডকে অবহিত করতে হবে। কিন্তু পরীক্ষার আগের দিন প্রশ্নপত্র মেলানোর অজুহাতে ট্রাংক খোলা যাবে না।

চিঠিতে আরো বলা হয়, অতীতে দু'একটি জেলায় সংরক্ষিত স্থান থেকে ইতিপূর্বে প্রশ্নপত্র গ্রহণকালে অসতর্কতাবশত দিনের নির্ধারিত সময়ের বদলে ভিন্ন দিনের ভিন্ন বিষয়ের প্রশ্নপত্র পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করায় এ ধরনের অসতর্কতা সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেছে এবং বোর্ড কর্তৃপক্ষকে নতুনভাবে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পুনরায় প্রশ্ন মুদ্রণ করে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে। পাবলিক পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব-সচেতন কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের এরূপ অসতর্ক আচরণ খুবই দুঃখজনক। অন্যদিকে সাম্প্রতিককালে পাবলিক পরীক্ষাসমূহের প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোন নজির না থাকলেও এ বিষয়ে ভবিষ্যতে যাতে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার উদ্ভব না হয় সে বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকতে হবে।

এদিকে প্রশ্নপত্র ফাঁস বা গুজব রটানো সম্পর্কিত শাস্তি প্রসঙ্গে ১৯৮০ সালের পাবলিক পরীক্ষা আইনের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আউট করলে এবং সেই প্রশ্ন বিক্রি, ফটোস্ট্যাট বা হাতে কপি করে বিক্রি কিংবা বিলি-বণ্টনের সাথে জড়িত প্রত্যেককে গ্রেফতার ও ৪ বছরের জেলসহ জরিমানা করা হবে। এতে পরীক্ষার প্রশ্নের সাথে তার কোন মিল থাকুক কিংবা নাই থাকুক।

ঝালকাঠি জেলা সংবাদদাতা জানান, এসএসসি এবং দাখিল পরীক্ষা নকলমুক্ত ও সুষ্ঠুভাবে গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক মোঃ এহছানুল হক ৯ সদস্যবিশিষ্ট তিনটি ভিজিলেন্স টীম গঠন করেছেন। প্রত্যেকটি টীমে তিনজন করে সদস্য রয়েছেন। এতে দু'জন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, একজন এডিএম,' একজন নির্বাহী অফিসার, ঝালকাঠি প্রেসক্লাবের সভাপতি ও সম্পাদক, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক, সড়ক ও জনপথ বিভাগের বিভাগীয় প্রকৌশলী রয়েছেন। এছাড়া প্রত্যেকটি কেন্দ্রের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে পুলিশ তো রয়েছেই। প্রথম দিনের পরীক্ষার সময় সাংবাদিকদের সাথে ঝালকাঠির একটি কেন্দ্রে অসৌজন্যমূলক আচরণ করায় ঐ কেন্দ্রের সুপার এবং সহ-সুপারকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক প্রতিদিন একাধিক কেন্দ্র পরিদর্শন করছেন।